OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 310 - 317
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 310 - 317
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

সমরেশ বসুর 'বিবর' : মধ্যবিত্তের স্বরূপ সন্ধান

অশ্বিনী শর্মা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : aswinisharma.mng@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Samaresh Basu, Bibar, Urban Middle-Class People, Selfishness, Depravity, Brutality, Crisis of Existence.

Abstract
The rise of the Middle-Class in Bengal did not come through a transformative social movement like the industrial revolution in England, this Middle class was generally Calcutta-centric and job-oriented. Independence in 1947 brought with it refugee problem, economic depression, increasing unemployment problem, political disorientation, cultural invasion, degradation of values. As a result of which the Middle-Class society also evolved. In the post-independence period, the Middle-Class Bengali life became more and more complicated and disorientated due to various discriminations, hardships and dilemmas. Samaresh Basu in his novel 'Bibar' skillfully portrayed the character of the Middle Class, class mentality, struggle for survival, spiritual and external crisis and multi-dimensionality of characters. In the novel 'Bibar', he mainly presents to the reader the incongruous bleak and dark life of the urban Middle-Class of Kolkata. Not only that, the brutality, hypocrisy, unethicality, selfishness, depravity of the Middle-Class have been highlighted through the nameless hero and other characters of the novel.

Discussion

'Middle Class'[১] শব্দটি ১৭৪৫ সালে James Bradshow সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন। ইংরেজি 'Middle class' শব্দের বাংলা অনুবাদ হিসেবে 'মধ্যশ্রেণি' বা 'মধ্যবিত্তশ্রেণি' শব্দদুটি অধিক ব্যবহৃত হয়। এই 'মধ্যবিত্ত' শব্দটি আর্থ-সামাজিক শ্রেণি অবস্থানের মধ্যবর্তী স্তরকে বোঝায়। অর্থাৎ এর অবস্থান নিচে একটি এবং ওপরে একটি স্তরের মধ্যবর্তী রেখায়। 'Oxford Dictionary of Sociology'-তে 'Middle Class' সম্পর্কে বলা হয়েছে, -

> "In many ways this is the least satisfactory term which attempts in one phrase to define sharing common work and market situations."[২]

আবার 'Oxford Concise Dictionary of Politics'-এ বলা হয়েছে, -

> "The class or social stratum lying above the working class and below the upper class. It is a term that everybody even defines."[৩]

প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্তের যথার্থ সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত একজন মানুষ বা একটি পরিবার সারা জীবন একই শ্রেণি-সীমানায় স্থিতিশীল নয়। তাছাড়া এই শ্রেণির মন ও মনন, আচার-আচরণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্যময়। আর্থিক দিক থেকে মাঝারি মানে থাকলেই সে মধ্যবিত্ত নয়, যদি না তার সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে শিক্ষাপ্রাপ্তির যোগ থাকে। অর্থাৎ একজন নির্বিত্ত ব্যক্তি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শিক্ষানির্ভর কোনো পেশায় যুক্ত থাকলেই মধ্যবিত্ত পর্যায়ে পড়েন। এরা সাধারণত জীবিকা নির্বাহে বিদ্যা ও বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। এই শ্রেণি জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং সুখ-ভোগবাদীতে বিশ্বাসী। এই মধ্যবিত্ত সমাজের প্রচলিত গৃহকোণ থেকে লেখনি ধারণ করেছিলেন সমরেশ বসুর মতো প্রতিভাবান কথাসাহিত্যিক। সাহিত্য হল সমাজের দর্পণস্বরূপ। তাই সময়-জীবন-সমাজকে তুলে ধরাই সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য। সাধারণত পাঠক জীবনের সামগ্রিক ছবি দেখতে চান কথাসাহিত্যিকদের হাত ধরে। ঔপন্যাসিক সমরেশ বসুও সমাজের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করতে পারেননি। নিজে উঠে এসেছেন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এবং চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগ, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, স্বাধীনতার মতো সমাজ বিপ্লবকে। অন্যদিকে নিজে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হওয়ায় সূক্ষ্মভাবে চিনেছেন মধ্যবিত্তের সমাজতত্ত্বকে। ফলস্বরূপ অনিবার্যভাবে তাঁর উপন্যাসে উঠে এসেছে মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তর্মুখীনতা, স্বার্থপরতা, প্রতিরোধী মানসিকতা, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে যাবার চিত্র। এবারে আমরা আলোচনা করে দেখবো সমরেশ বসুর ‘বিবর’ উপন্যাসে মধ্যবিত্ত সমাজ কতটা সার্থকভাবে উঠে এসেছে।

বাংলা উপন্যাসের সার্থক জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘দুর্গেশনন্দিনী’ উপন্যাসের হাত ধরে। ঠিক এর একশ বছর পর অর্থাৎ ১৯৬৫ সালে সমরেশ বসুর ‘বিবর’ উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাংলা উপন্যাস তার একটি সুনির্দিষ্ট গতিপথ নিশ্চিত করেছে। গোষ্ঠি থেকে ব্যক্তি, ব্যক্তি থেকে তার অন্তর্জগতের নানা স্তর উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয়েছে। আধুনিক মানুষের মনোদৈহিক বিকার, শুভচেতনা, সংগ্রাম-দ্রোহ-প্রতিবাদ ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে উপন্যাসের স্বভূমি গড়ে উঠেছে। ‘বিবর’ প্রকাশের পরেই একে ঘিরে রুচি, শালীনতা, নীতি, সামাজিক অনুশাসন, সামাজিক শৃঙ্খলা সব ধরনের প্রশ্নই উঠেছে। তবে সমস্ত প্রশ্নকে উপেক্ষা করে ‘বিবর’ সমস্ত পাঠকের মন জয় করেছে এবং কালজয়ী উপন্যাস হয়ে উঠতে পেরেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

স্বাধীনতা-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত বাঙালির স্বধর্মচ্যুতি দেখে সমরেশ বসু বারংবার বিচলিত হয়েছিলেন। সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের সুযোগে এই শ্রেণির একাংশ চারিত্রিক স্খলন ঘটিয়ে খুব সহজেই সফলতা লাভ করেছিল। ‘বিবর’ উপন্যাসে এই শ্রেণির চেহারাই তুলে ধরেছেন লেখক। উপন্যাসের সূচনা এক অনামা বাঙালি মধ্যবিত্ত যুবকের বিবর ভাঙার আয়োজনে। যুবকটি পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে অধিক সচেতন। আর এই অতি সচেতনতার কারণে সে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন, পৃথক। এই চরিত্রটি আত্মবিশ্লেষক, সমাজ-সমালোচক, ব্যক্তিগত জীবনে লম্পট এবং পেশাগত জীবনে অসৎ। সে নিজে মধ্যবিত্ত হয়েও উচ্চবিত্তের কেতাদুরস্ত জগতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেকে টেনে তোলার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। নায়কের আত্মকথনে জানা যায়, -

> “আমি ওই রক থেকেই চা-সিগারেট আর সস্তা কফি হাউস পেরিয়ে অন্য রকে এসেছি, বার বার হোটেল ক্যাবারে-এর রকে শুঁড়িখানা নাচঘর যাকে বলে আর কী?”[৪]

এই নামহীন নায়ক দেখতে পায় চারিদিকে মূল্যবোধহীনতা আর দুর্নীতির উৎসব চলছে। সে নিজেও এই উৎসবে সামিল হয়। যদিও এই বিবরবাসে সে বেশিদিন থাকতে পারেনি। অতঃপর ভোগাকাঙ্ক্ষার মনোবৃত্তি থেকে বেরিয়ে সে সমাজ ভাঙার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। আসলে অনামি নায়ক পারিবারিক বন্ধনের নামে দাসত্ব, প্রেমের নামে অপ্রেম, রাজনীতির কচ্‌কচানি, পেশাগত জীবনে সততার ভান, মধ্যবিত্তের সমস্ত ভণ্ডামি-ভদ্রতার মুখোশ খুলে দিয়েছে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 310 - 317
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আলোচ্য উপন্যাসের নামহীন নায়ক মধ্যবিত্তের গণ্ডীবদ্ধ জীবনকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। নারী-পুরুষের প্রেম, সন্তান ও পিতা-মাতার মধ্যে স্নেহ, প্রীতি— সমস্ত কিছুর মধ্যে সে দেখতে পায় এক চূড়ান্ত ভণ্ডামি, যা তার ঘৃণাকে জাগিয়ে তোলে এবং সম্পর্কগুলির প্রতি করে তোলে আস্থাহীন। উপন্যাসে নায়কের জীবন দুটি পর্বে বিভক্ত, যা মধ্যবিত্তের বলয়যুক্ত। প্রথম পর্বটি বিবরযুক্ত এবং দ্বিতীয়টি বিবরমুক্ত পর্ব। মধ্যবিত্তের বিবর ভাঙার প্রথম পর্বে নায়কের প্রেম, চাকরি, যৌনতা, রাজনীতির ভণ্ডামিযুক্ত। দ্বিতীয় পর্বে নায়ক এই সমস্তকিছু থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন জীবনের অধিকারী হয়। স্বাধীনোত্তর মধ্যবিত্ত বাঙালি অনেক স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় তারা আশাহতও হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে সমরেশ বসুও জীবনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন যুদ্ধ-মন্বন্তর-দাঙ্গা এবং যুদ্ধপরবর্তী সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় ও বীভৎসতা। মধ্যবিত্তের এই অন্তঃসারশূন্য ভণ্ডামি, মেরিদণ্ডহীন দেউলিয়াপনা লেখককে দারুণভাবে হতাশ করেছিল। যেখানে একজন সুস্থ-সচেতন মানুষ স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না। কথকের জবানীতে জানা যায়, -

> "মানুষ স্বাধীনতাকে কী ভীষণ ভয় পায়। বিশেষ করে ভদ্রলোক হতে গেলে তো কথায় নেই। আমরা যাদের ভদ্রলোক বলি, এই আমিই যেমন। আমি যখন চাকরিস্থলে কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে ভদ্রলোক সেজে থাকি, তখন সব স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে কথা বলি, অন্তরের ভাষাটা যে কী কদর্য, নিজের কানেই শোনা যায় না প্রায়।"[৫]

স্বাধীনতা-উত্তর মধ্যবিত্ত বাঙালির একটি বিশেষ অংশ আদর্শ, নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে উচ্চমধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তের স্তরে উন্নীত হয়েছিল। সুবিদাবাদী এই শ্রেণিটি নিজস্ব সংস্কৃতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে মেট্রোপলিটন সংস্কৃতির দিকে ধাবিত হয়েছিল। ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে ক্রমশ প্রবেশ করতে থাকে ভোগবাদ। আর এই ভোগবাদ মানুষকে লোভী করে এবং মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। এমনই এক পরিবারে নামহীন নায়কের জন্ম। তার পরিবার, ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, চাকরি, খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের অভ্যাস সবকিছুতেই সেই উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের ছবিটি স্পষ্ট। এই নায়কের নিজ বাবা-মায়ের প্রতি কোন শ্রদ্ধা কিংবা ভালোবাসা নেই। কেন তার মা তাকে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন এর কোন সদুত্তর নায়কের কাছে নেই। তার আত্মকথনে জানা যায়, -

> "যার একমাত্র দাবি তিনি আমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন। ভগবান জানে মাইরি কীসের দাবি এবং কে সেই দিব্যি দিয়েছিল, আমি তুলসি নিয়ে হলফ করে বলতে পারি, আমি এর কিছুই জানতাম না।"[৬]

আবার বাবা সম্পর্কেও নায়কের একই ধরণা। অফিস থেকে ফেরার পথে বাবার ঔষধ বদলাতে ভুলে যায়। আর এই ভুলে যাওয়ার অপরাধ ঢাকতে সে অনায়াসে মিথ্যে কথা বলে এবং আত্মকথনে জানায়, -

> "তোমার স্বামী শাহেনশা ঘরে বসে বসে দশ রকম ব্যাধিতে ভুগবেন, আর আমাকে রোজ রোজ ডাক্তারের কাছে জ্যেষ্ঠ পুত্রের কর্তব্য করতে যেতে হবে, সেগুড়ে বালি।"[৭]

আসলে জন্মের পর বাবা-মা প্রতিনিয়ত সন্তানের উপর দাবি প্রতিষ্ঠা করবে এই প্রথাগত সম্পর্কের বিরোধী নায়ক। অথচ নায়কের পিতা তার চাকরির জন্য কত কিছুই না করেছে। তিনি ছেলের চাকরির জন্য অসৎ উপায় গ্রহণ করতেও পিছুপা হননি। ফলে ছেলের কাছে শেষ বয়সে 'পুত্রের প্রতিদান' আশা করেন তিনি। আবার মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেও উপার্জনশীল ছেলেকে কোন বাবাই চটাতে চান না। তাইতো নায়ক মদ খেয়ে গভীর রাতে বাড়ি ফিরলেও কেউ তার প্রতি অনুসন্ধিৎসু হওয়ার সুযোগ পায় না। এভাবেই ক্রমশ নায়কের মধ্যে জেগে ওঠে এক বিচ্ছিন্ন মনোভাব। কর্মজগৎ-পরিবার-প্রেম এবং নিজ সত্তা থেকে সে ক্রমেই সরে যেতে থাকে।

'বিবর' উপন্যাসের সূচনা হয় নামহীন নায়ক এবং নীতার কামজ প্রেমের মাধ্যমে। আর এই প্রেমের একমাত্র সাক্ষী থাকে নীতার ঘরের ড্রেসিং টেবিলের আয়না। আয়নাটাকে নায়কের মনে হয় নীতার সখী। নীতা এবং নায়কের এই প্রেমে কোন ভালোবাসা, শ্রদ্ধাবোধ নেই, আছে শুধু অভ্যস্ততা। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় প্রেমজ সম্পর্কে প্রবেশ করছে ছলনা,

ফাঁকি। উপন্যাসে নায়কের ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। এই প্রেমিকযুগল দুজন দুজনের ভণ্ডামি সম্পর্কে সচেতন। তাইতো কথক আত্মকথনে নীতা সম্পর্কে জানায়, -

> "নীতা ওর ভালোলাগাটাকে স্বাধীনভাবে কাজে লাগিয়ে থাকে। যেমন আমি। আমিও ওর ভালোলাগা স্বাধীনতার কাজে লেগে থাকি। আমি নিজেও তাই নই কি? কে নয়, তা জানি না। এক্ষেত্রে ভালোলাগার স্বাধীনতাকে কাজে লাগাতে পারলে কেউ কি ছেড়ে দেয়? কে স্বেচ্ছাচারী নয়, আমার তো মনে হয় গোটা পৃথিবীটা স্বেচ্ছাচারীতে ভারাক্রান্ত।"[৮]

অন্যদিকে নায়ক নিজের সুবিধাবাদী চরিত্রকে বিশ্লেষণ করে জানায়, -

> "তুমি সাধুপুরুষ! আর নীতা অসচ্চরিত্রা, বিশ্বাসঘাতিনী! মাথায় গাট্টা! তুমিও যা, আমিও তা।"[৯]

প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্তের প্রেমসম্পর্কিত ভাবনাকে নায়ক অস্ত্রপচার করেছে। নায়কের কিছু বিশেষ মুহূর্তের সাক্ষী নীতা। অফিসে অধিক ঘুষ পেলে কিংবা কাজের চাপ বাড়লে নায়ক নীতার কাছে আসে এবং যৌনতার আশ্রয় নেয়। আসলে তার এই ভাবনা বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন। বুর্জোয়া সমাজ ও অর্থনীতি আমাদের জানান দেয়, প্রেম ও যৌনতা জীবনের একমাত্র সত্য। নায়ক ও নীতা কেউ কাউকে ভালোবাসেনি। নীতা ভালোবাসার অর্থ জানতে চাইলে নায়ক ব্যঙ্গ করে উত্তর দেয়, -

> "সে বাসায় ভাল ল্যাভেটার আছে।"[১০]

সন্দেহ আর অবিশ্বাস থেকে নায়ক এবং নীতা দুজন দুজনের মুখে থুতু দিতে চেয়েছে। পারস্পরিক বিরুদ্ধাচরণ ও কথোপকথনের মধ্যে পরাধীনতার বোধটা হঠাৎই নায়কের মনের মধ্যে প্রবলভাবে জেগে ওঠে এবং অকস্মাৎ সে নীতাকে হত্যা করে। এ প্রসঙ্গে নায়ক আত্মকথনে জানায়, -

> "আপোষহীন স্বাধীনতা, যাকে বলে একেবারে আচমকা কনুয়ে ভর করে বসল, নীতার গলায় চেপে বসল, যার মানে আমি আমার গর্তের বাইরে চলে এসেছিলাম।"[১১]

নিতাকে হত্যা করে গর্তের বাইরে বেরিয়ে এসে নায়ক প্রথম এতটা প্রশান্তি অনুভব করে। পরাধীনতা ও সুখের বিবর থেকে উন্মুক্ত হয়ে তার আত্মমুক্তি ঘটে। আসলে নীতাকে হত্যা কিংবা হত্যার ইচ্ছা মধ্যবিত্তের ভণ্ডামির বলয় থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা। তবে এই বলয় ভাঙার ইচ্ছা আগেও নায়কের মধ্যে বহুবার জেগেছে; কিন্তু বিবরবাসে সুখের অভ্যস্ততা তা হতে দেয়নি। নীতাকে হত্যার পরেই মধ্যবিত্তের সোনার হরিণ চাকরিটাকে সে সচেতনভাবে হত্যা করে। বিশেষত ষাটের দশকে মূল্যবোধহীন সমাজব্যবস্থায় নায়কের এই সিদ্ধান্ত আত্মহত্যার সামিল। সৎ ও মহৎ হওয়ার বাসনা, পবিত্র কর্তব্যবোধের মনোবৃত্তি থেকেই নায়ক চাকরি গ্রহণ করে। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সে মহৎ হবার ভণ্ডামি ধরে ফেলে। নায়ক অবগত হয় ঠক-প্রবঞ্চক, মিথ্যা বলা, ঘুষ গ্রহণ না করলে চাকরিতে টিকে থাকা সম্ভব নয়। প্রথম দিকের চাকরিপ্রীতিকে সে এভাবে ব্যক্ত করেছে, -

> "চাকরিটা তার কাছে অনেকটা ছেলানের মতো যে প্রথম দর্শনে খাঁটি প্রেমিকের মতো ডাক দিয়েছিল।"[১২]

তবে ধীরে ধীরে এই চাকরি তার কাছে ঘৃণায় পর্যবসিত হয়, -

> "এত রাগ হয়, মনে হয় গলা টিপে খতম করে দিই।"[১৩]

চাকরি নামক দাসত্বের শৃঙ্খল নায়কের কাছে হয়ে ওঠে অসহনীয়। তাইতো সে অকপটে বলতে পেরেছে, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 310 - 317
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "এই চাকরির মধ্যে এমন সব মহৎ পরিণতির বিষয়বস্তু রয়েছে। তাই এর জন্যে আমার গর্ব করার আছে, আছে ভেবে সুখী হই, অথচ পরমুহূর্তেই দারুণ ঘৃণায় প্রস্রাব করে দিতে ইচ্ছে করে। কারণ মহৎ পরিণতিগুলো ঠিক বেশ্যার মতো কাজ সেরে বিদায় নিতে বলে, যার মানে দাঁড়ায়, তার পরিণতি তাই; তুমি তো আসলে বড় কথার মারপ্যাঁচে, কাজের ফিরিস্তি দিয়ে টাকা লুটতে এসেছ, লুটে নিয়ে চলে যাও। তার মানে, সে তুমোও যা আমিও...।"[১৪]

অফিসে অনামা নায়ক হরলালের বিরুদ্ধে কোনভাবেই মিথ্যা প্রতিবেদন জমা দিতে পারে না। এরই ফলস্বরূপ সাতদিনের মধ্যে নায়কের চাকরি চলে যায়। চাকরি থেকে মুক্ত হতেই নায়কের মধ্যে আমূল পরিবর্তন আসে। বাঙালি মধ্যবিত্তের আপাতসুখী মনোভাব থেকে বেরিয়ে সে বাস্তবের কঠিন মাটিতে নেমে আসে। শুধু তাই নয় নিজের ব্যক্তিত্ব শোধন এবং প্রকৃত মানুষ হওয়ার সাধনায় লিপ্ত হয়।

চাকরি নামক বিবরবৃত্তের বাইরে আসার পরেই নায়কের পারিবারিক বৃত্ত ভেঙে যায়। তার বাবা তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় একজন মাতাল, বেকার হাতি পোষা তার পক্ষে অসম্ভব। অন্যদিকে চাকরি হারার খবর পেয়ে নায়কের বন্ধুরা রাজনীতিতে যোগদানের জন্য আহ্বান জানায়। কিন্তু পুনরায় রাজনৈতিক বিবরে প্রবেশের জন্য নায়ক রাজি হয় না। কারণ চাকরির মতো পার্টিরও কুটিলতা, চক্র আছে। যেখানে কোন অন্যায় অন্যায়ই নয়, কোন পাপ পাপই নয়, যদি পার্টি মনে করে। নায়ক পার্টির প্রতি তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেছে এভাবে, -

> "তোমার পরিচয় 'মানুষ' নয়, 'পার্টিম্যান', তখন যদি তোমার মনে হয়, নেতা ভুল করছে, বা অন্যায় করছে বা ধর তোমার প্রেমিকাকে লুটছে, কিংবা একটা আন্দোলনই বানচাল হয়ে যেতে পারে, তবু খবরদার একটি কথা নয়, যন্ত্রের মত এগিয়ে চল, পোষা কুকুরের মত 'লয়াল' হও, কারণ কিনা, যত পাপই করি আখেরে ভালোর জন্যই তো।"[১৫]

'বিবর' উপন্যাসের নায়িকা নীতা। উপন্যাসে নীতার উপস্থিতি সামান্য হলেও তাকে কেন্দ্র করেই গোটা উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। নীতাকে অবলম্বন করেই নায়কের কামজ প্রেম ঐশ্বরিক প্রেমে উন্নীত হয়েছে। একটা সময় নীতার আহ্বানে নায়ক সাড়া দিয়েছে এবং দুজনেই কামজ প্রেমে মত্ত হয়েছে। নীতা নিষিদ্ধ পল্লীর কোন বারবনিতা বা স্বৈরিণী নয়। তবে নায়ক ছাড়াও তার বেশ কয়েকজন প্রেমিক রয়েছে। লেখক নীতাকে তুলনা করেছেন সার্কাসের ক্লাউনের সঙ্গে, যার সার্কাস দেখানোর আড়ালে বেদনা লুকিয়ে থাকে। জীবদ্দশায় নীতার কাছে নায়ক ছিল বাঁধা। কিন্তু ক্রমশ নীতার প্রতি আসক্তি-অনাসক্তির মাধ্যমে জন্ম নেওয়া ঘৃণাবোধ নীতাকে হত্যা করতে নায়ককে প্ররোচিত করে। অথচ হত্যার পূর্বে উভয় উভয়ের প্রতি প্রবল ঘৃণায় মুখে থুতু ছিটিয়ে দিতে চেয়েছে। এ প্রসঙ্গে সুমীতা চক্রবর্তীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, -

> "...এ উপন্যাসে অনুভূত হয় মানব অস্তিত্বের বিপ্রতীপে দাঁড়ানো স্বাধীনতাবোধের সংকট।"[১৬]

নীতাকে হারিয়ে নায়ক অশরীরী নীতাকে ভালোবাসতে শেখে। লাম্পট্য, মিথ্যাচার, মেকি ভদ্রতা, ভণ্ডামির খোলস ছেড়ে সে উদারচিত্তে নীতাকে পেতে চায়। এভাবেই অনামা নায়কের যে উত্তরণ তা আসলে সহজ-স্বাভাবিক জীবনের কাছেই আত্মসমর্পণ। নায়ক আত্মকথনে জানায়, -

> "যাকে নিজের হাতে মেরে ফেলেছি, তার সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারছি না, সে নেই এবং আর কখনওই তাকে দেখতে পাব না, ছুঁতে পাওয়া তো দূরের কথা, এটাকে একটা ভাবনা বলেই মনে করতে পারছি না, কারণ এ অর্থহীন কথা ভেবে কোনও লাভ নেই, তবু (মাইরি) আমার ভিতরটা জেদবশতই মানতে রাজি নয় যে, নীতাকে (সে যাই হোক) আর কখনওই (যেভাবে হোক) পাব না।"[১৭]

'বিবর' উপন্যাসে নায়ক ছাড়াও বহু মধ্যবিত্ত চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন নায়কের কাছের বন্ধু হীরেন ভণ্ড এবং আপাতভাবে ভদ্র। নিজের প্রয়োজনে সে ইতিকে ব্যবহার করে ছেড়ে দেয়। আবার ইতি সন্তানসম্ভবা হলে সে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 310 - 317
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লোকলজ্জার ভয়ে অনাগত শিশুটিকে হত্যা করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। বন্ধুর বিপদে সাহায্যের জন্য নায়ক যে টাকার ব্যবস্থা করেছিল, অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে সেই টাকা অন্য নারীর জন্য খরচ করে ফেলে। এই ঘটনায় মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের অবক্ষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপন্যাসের বেশিরভাগ চরিত্র মদ-নারী এবং যৌনতায় আসক্ত। নায়কের অফিসের মিস্টার চ্যাটার্জি ব্যক্তিগত জীবনে মদাসক্ত এবং ঘুষখোর। নিজের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ছেলের সঙ্গে তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে জড়িয়ে সন্দেহ করেন। নায়কের সঙ্গে একই গাড়িতে অফিসে যান এবং নিজের অসহায়ত্ব লুকোতে মদ খান। অপর এক মধ্যবিত্ত চরিত্র গোয়েন্দা কর্মকর্তা, যে তার পেশাগত কাজের জন্য নায়কের গতিবিধি অনুসরণ করে। নায়ককে বারংবার প্রশ্ন করে নীতা হত্যার দিন সন্ধ্যা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত সে কোথায় ছিল। তার খুঁটিনাটি প্রশ্নবাণ নায়কের সুপ্ত বোধকে জাগিয়ে তোলে। গোয়েন্দা কর্মকর্তাটির প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে নায়ক প্রশ্ন ছুড়ে দেয়, -

> "আচ্ছা বলতে পারেন, আমি আপনি, আমরা কেন জেলের বাইরে? ... আপনার চাকরিটা তো যাকে বলে, সমাজের অপরাধীদের ধরা, কিন্তু সত্যি কি আপনি তা ধরছেন?"[১৮]

নায়কের বাবা চরিত্রটিও দারুণভাবে মধ্যবিত্তের ঘেরাটোপে আবদ্ধ। চারিত্রিক দিক থেকে তিনি স্বার্থপর এবং সুযোগসন্ধানী। এই বাবা তার ছেলেকে পথ দেখান কীভাবে অসৎ উপায়ে চাকরিতে পদোন্নতি করা যায়। আবার চারিত্রিক দিক থেকে তিনি অত্যন্ত হিসেবি। বাড়ির প্রবেশপথে সবচেয়ে কম পাওয়ারের লাইট ব্যবহার করেন, যাতে বিদ্যুতের খরচ কম হয়। নায়কের চাকরি চলে যাওয়ার পর তিনি ছেলেকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। কারণ তার পক্ষে কর্মক্ষম ছেলেকে বাড়িতে বসিয়ে খাওয়ানো সম্ভব নয়। নায়কের বোন বিদিশার ক্ষণিক উপস্থিতি মনে করিয়ে দেয় পুঁজিবাদী সমাজে প্রেমের গভীরতম সংকটকে। যেখানে বাবা-মা ঠিক করে দেয় মেয়ে কার সঙ্গে প্রেম করবে। বিদিশা প্রতি রাতে বাইরের ঘরে বসে প্রেম করে এবং তার এই প্রেমের পাহারাদার স্বয়ং বাবা-মা। কোন একজনের প্রতি তার প্রেম স্থির থাকে না। তবে তার বর্তমান প্রেমিক বেশভূষা ও বাচনভঙ্গিতে মনে করিয়ে দেয় তিনি ভদ্রলোক। এ প্রসঙ্গে নায়কের উক্তি, -

> "বর্তমানে যে বিদিশার প্রেমিক, কত নম্বর, আমি সেটা ঠিক বলতে পারব না, কারণ বিদিশার সঙ্গে বেশি রাত অবধি গল্প করার অধিকার খালি এ লোকটাই পায়নি, আরো কয়েকজন পেয়েছে।"[১৯]

সমরেশ বসু দারুণভাবে সমাজঘনিষ্ট লেখক। নিজ অভিজ্ঞতার পূর্ণভাণ্ডারকে তিনি সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। ফলস্বরূপ উপন্যাসের ভাষা কখনোই ভাষিক কাঠিন্যের জগতে নিমজ্জিত হয়নি। এদিক থেকে দেখতে গেলে 'বিবর' উপন্যাসে ভাষা ব্যবহারে তিনি স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। শুধু তাই নয়, আলোচ্য উপন্যাসে আঙ্গিক নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। উপন্যাসের প্রচলিত গঠন এখানে নেই। অনামা নায়কের আত্মকথনে উপন্যাসের ভাষা আলাদা মাত্রা পেয়েছে। এই নায়ক পরিবার, রাষ্ট্র তথা প্রচলিত সমাজব্যবস্থা সকলের সঙ্গেই সঙ্গতিবিহীন। স্বাধীনোত্তর মধ্যবিত্ত বাঙালির আকস্মিক উত্থানের ফলে সৃষ্টি হওয়া জঞ্জাল অপসারণের প্রচেষ্টায় নায়ক প্রতীজ্ঞাবদ্ধ। তাইতো এই ধ্বসে যাওয়া, পচা-গলা সমাজের বর্ণনায় লেখককে বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে পরিহাস, ব্যঙ্গ আর খিস্তি-খেউড়ের মতো ভাষার। এ প্রসঙ্গে বীরেন্দ্র দত্ত যথার্থই বলেছেন, -

> "বিবর-এর ভাষা একটি অসম্ভব যন্ত্রণাকাতর মানুষের আত্মশক্তির ভাষা। কিন্তু এই আত্মোক্তি শুধু নিজেকে চেনায় না, নিজেকে দিয়ে স্বীকারোক্তি করায়। সে স্বীকারোক্তি এক স্বাধীনতা-পরবর্তীকাল সময়ের মধ্যবিত্ত ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতার নির্লজ্জ উদ্‌ঘাটন।"[২০]

এই উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে কোন আড়াল-আবডাল নেই, যা মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রচলিত মূল্যবোধকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। আসলে চরিত্রের অন্তর্জগতকে উন্মোচিত করতে লেখক কখনো কখনো এই অপভাষা বযবহার করেছেন। যেমন নায়কের আত্মকথনে তার মানসলোক সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 310 - 317
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "চ্যাটার্জির চোখ সেই সামনের দিকে, যেন আমার ভাদ্রবউ, তাকালেই চিত্তির। লিফট থামল। ...শালা এল ঘণ্টা কুমার, রূপ দেখাতে এল, মারব একদিন লেংগি শালাকে।"[২১]

আবার নীতার নগ্ন শরীর দেখে নায়ক অনায়াসে বলতে পেরেছে, -

> "ওর সমস্ত দেহটা দেখা যাচ্ছে। ওর মেদহীন সুগঠিত খোলা পিঠ, এত সুন্দর আর স্বাস্থ্যপূর্ণ, শিরদাঁড়ার মাঝখানটা যেন দুপাশ থেকে ঢালু হয়ে নেমে এসে তীক্ষ্ণ গভীর রেখায় আঁকা পড়েছে।"[২২]

আলোচনার শেষে বলতে হয়, সমরেশ বসু তাঁর 'বিবর' উপন্যাসে স্বাধীনোত্তর মধ্যবিত্ত বাঙালির সমাজ মনস্তত্ত্বকে মুন্সিয়ানার সঙ্গে এঁকেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত বাঙালির ছবি আঁকতে গিয়ে সমাজ-সংস্কৃতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিককেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ফলস্বরূপ আলোচ্য উপন্যাসে উঠে এসেছে মধ্যবিত্তের বিচ্ছিন্নতাবোধ, হতাশা, প্রেম-অপ্রেমের দ্বন্দ্ব, প্রতারণা এবং অবশ্যই ভণ্ড রাজনীতির বাস্তব প্রতিচ্ছবি। আসলে লেখক মধ্যবিত্তের বিপন্নতাবোধকে কাটিয়ে উঠতে চেয়েছিলেন বলেই তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের কষাঘাতে মধ্যবিত্ত সমাজকে বারংবার আঘাত করেছেন, জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন মধ্যবিত্তের ধ্বস্ত-ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধকে। প্রকৃতপক্ষে সমরেশ বসু 'বিবর' উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্তের মানস-অবলোকন ও রূপায়ণে যে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক।

Reference:

১. E-Sourch-www.wikipedia.org/wiki/middle-class, Search Date-16/07/2024
২. Scott, John, & Gordon Marshall (ed.), 'Oxford Dictionary of Sociology', Oxford University Press, New York, 2005, P. 408-409
৩. Mclean, Iain, (ed.), 'Oxford Concise Dictionary of Politics', Oxford University Press, New York, 1995, P. 320
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, (সম্পা.), 'সমরেশ বসু রচনাবলী'-তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০০, পৃ. ৪৮২
৫. তদেব, পৃ. ৪৭১
৬. তদেব, পৃ. ৫০১
৭. তদেব, পৃ. ৫০১
৮. তদেব, পৃ. ৪৬৬
৯. তদেব, পৃ. ৪৬৯
১০. তদেব, পৃ. ৪৯০
১১. তদেব, পৃ. ৫০৩
১২. তদেব, পৃ. ৫১৫
১৩. তদেব, পৃ. ৫১৫
১৪. তদেব, পৃ. ৫১৫
১৫. তদেব, পৃ. ৫৪৬
১৬. চক্রবর্তী, সুমীতা, 'উপন্যাসের বর্ণমালা', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৩, পৃ. ১৯৪
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, (সম্পা.), 'সমরেশ বসু রচনাবলী'-তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০০, পৃ. ৫৪২

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 310 - 317
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৮. তদেব, পৃ. ৫৩৭
১৯. তদেব, পৃ. ৪৯৭
২০. চট্টোপাধ্যায়, তপন কুমার, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে ব্যবহৃত বীরেন্দ্র দত্তের উক্তি, প্রজ্ঞাবিকাশ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ১০৭১
২১. বন্দ্যোপাধায়, সরোজ, (সম্পা.), 'সমরেশ বসু রচনাবলী'-তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০০, পৃ. ৫১২
২২. তদেব, পৃ. ৪৬৫